জাতিবিচার।

শ্রী সেখ গিয়াসুদ্দীন আহম্মদ কৃত।

মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

JATIBICHAR

BY

SEKH GIAUSHUDDIN AHOMMAD
Second Master of the Baneshwarpur M. E. School.

জাতিবিচার।

বাণেশ্বরপুর মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক
শ্রীশেখ গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ
কৃত।

প্রথম সংস্করণ।

জেলা ২৪ পরগণা থানা ফলতা-বাণেশ্বরপুর গ্রাম হইতে
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত
ও
ডায়মণ্ডহারবার হীরক যন্ত্রে শ্রীমহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি
কর্ত্তৃক সংশোধিত ও মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল।

মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

উৎসর্গপত্র।

—— ঃ০ঃ ——

মাদ্রাসা বা কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই, কেবল পিতাপাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয় স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন দূরে থাকুক, বরং নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন,—কিন্তু তথাপি ঈশ্বর প্রসাদে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই এবং ভ্রাতা কাহারো বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে ইংরাজী পড়াইতে ক্ষান্ত হই নাই। স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থ খানি আমার সেই পিতামাতার—যাঁহাদের অসাধারণ কৃপায় আমি এই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, যাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমাকে স্বাধীন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছে, তাঁহাদেরই করকমলে সমর্পিত হইল।

শেখ গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ।

নিবেদন।

—:০:—

জাতিবিচারের কোন কোন পাঠকের সমালোচনায় জানা যায় যে, তাঁহারা মনে করেন, জাতিবিচারের ভাব ও ভাষা অন্যান্য খ্যাত-নামা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন পাঠকের ঐরূপ প্রতীতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অপরের ভাব কিম্বা ভাষা স্বায়ত্ত করিতে যে সাহস ও নিপু-ণতার প্রয়োজন, তাহা আমার নাই, সুতরাং তাদৃশী চেষ্টা আমার পক্ষে অসম্ভব। কালীপ্রসন্ন বাবুর "ভ্রান্তিবিনোদ" আমি অদ্যাপি দেখি নাই, এবং বঙ্কিম বাবুর সমুদয় গ্রন্থ পাঠের সময়ও প্রাপ্ত হই নাই। যদি অপর কোন পুস্তকের সহিত জাতি-বিচারের সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা সম্পূর্ণ দৈব ঘটনা।

জাতিবিচারে যে সকল ত্রুটী আছে, তাহার কারণ লেখকের বিদ্যাবুদ্ধির দৈন্য এবং বহুদর্শিতার অভাব। গুণগ্রাহী পাঠক পাঠিকাগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

সেখ গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ।
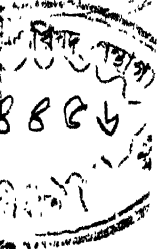
জাতিবিচার।

মানুষে মানুষে পার্থক্য।

মানব জাতির মধ্যে একটী প্রচণ্ড শক্তি প্রতিনিয়ত বৈষম্যের দুঃখকে ক্ষয় করিবার জন্য অলক্ষে কাজ করিতেছে। তাহা হইতেছে সত্য। জীবনে যাহারা পশ্চাতে রহিল, তাহাদিগকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেওয়া, দুর্নীতির পঙ্ক হইতে মানুষকে উঠাইয়া লওয়া, মানবের প্রাণে দয়া ও প্রেম বৃত্তিকে উদ্বোধিত করিয়া দিয়া যে স্থানে প্রচুর দ্রব্য-সম্ভার সঞ্চিত হইতেছে, সে স্থান হইতে সমুদয়ের কিয়দংশ যেখানে অভাব ও দুর্ভিক্ষ সেখানে বহন করিয়া লওয়া, উদ্ধত ধনীর চিত্তকে নম্রতায় নত করিয়া দিয়া দুঃখী দীন দরিদ্রের প্রাণকে মানবত্বের অসীম গৌরব বোধে উৎফুল্ল করিয়া দেওয়া, সত্যধর্ম্ম সংসারের মধ্যে এই সকল কাজ করিতেছে। সকল মানুষের প্রাণে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়া ধর্ম্ম অহরহঃ সমাজের মধ্যে এক সুমহৎ সাম্যের প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ করিতেছে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বড় কাজ, ছোট কাজ বলিয়া কিছুই নাই, কি মনোভাব ও কি অভিসন্ধি লইয়া লোক কার্য্য করে, কেবল তাহাই তিনি বিচার করেন, ধর্ম্ম মানুষকে এই শিক্ষা দিয়া সমস্ত উচ্চপদের দম্ভকে বিচূর্ণ এবং সমস্ত দীনহীনের সৎকার্য্যকে গৌরবান্বিত করিয়া দিয়া মানবসমাজের বৈষম্যকে বিদূরিত করিতে প্রয়াসী। কিন্তু আমাদের

এই হতভাগ্য দেশেই এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইবে, মানুষ এই ধর্ম্মের নাম করিয়া মানুষে মানুষে এক নূতন ধরণের বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের দেশে এই এক সৃষ্টি-ছাড়া কথা শুনিতে পাইবে, ব্রাহ্মণের পক্ষে যিনি বিশ্বদেব, মুসলমানের পক্ষে তিনি কেহই নহেন। মানুষের পূজার অধিকার সমান নহে। গোড়াতেই মানবাত্মারই জাতিভেদ স্বীকৃত হওয়াতে সমাজের জীবনে বহুসংখ্যক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার শোচনীয় কুফল আমরা প্রতিদিনই সর্ব্বত্র আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বৈষম্য মানবাত্মার ক্রমোন্নতির পথে বাধা দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু, শক্তিহীন ও শত শতাব্দীর নিদারুণ অপমানের তলে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। ভেদ বুদ্ধি, অহমিকা মানুষের সকল কুপ্রবৃত্তির সেরা, এই বৃত্তিটী আমাদের দেশে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহার ফলে মানুষকে কোন্ দুর্গতির তলে নামাইয়া দিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অপর্য্যাপ্ত, এই রূপ নানা কারণে বাঙ্গালীর অধঃপতন হইয়াছে ও হইতেছে।

হিন্দুরা মুসলমানকে কুকুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিয়া থাকেন, কি জন্য যে ঘৃণা করেন, তাহার কারণ ত আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। হিন্দুরা বলেন, মুসলমানগণ গোমাংস খায় বলিয়া আমরা মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি। মুসলমান যদিও গোমাংস খায়, কিন্তু তাহারা সিদ্ধ করিয়া ও তাহাতে মসলাদি দিয়া রন্ধন করিয়া খায়। কিন্তু কুকুর মরাগরু, পচামড়া, বিষ্ঠা ইত্যাদি খায়, পৃথিবীতে এমন খাঁটী হিন্দু ভদ্রলোক আছেন, যাঁহারা কুকুরকে গুরু

ঠাকুরের ন্যায় সেবা ও যত্ন করেন। তাহারা সাবান দ্বারা কুকুরের গা মাজিয়া এবং গামছা দ্বারা কুকুরের গা মুছিয়া দেন এবং মুড়ি খাইবার সময় নিজে মুড়ি খাইতে থাকেন এবং কুকুরকে মুড়ি দিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে থাকেন। কুকুরের সহিত তাহাদের খাওয়া অভ্যাস আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানদিগের সহিত খাওয়া অভ্যাস নাই। ভাই হিন্দু! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, "অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই কথাটীর অর্থ কি? বোধ হয়, তোমরা ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পার নাই। যদি বুঝিতে পার, তবে এত হিংসা কেন? যদি কোন হিন্দু মুড়ি খাইতে থাকেন এবং কোন মুসলমান তাহাকে স্পর্শ করেন, তবে তিনি আর সে মুড়ি না খাইয়া কুকুরকে খাইতে দেয়, ইহা কি হিংসা নহে, ইহা পরম হিংসা, ইহার তুল্য হিংসা আর কি হইতে পারে? যে দেশে মানুষে মানুষে এত হিংসা, সে দেশের উন্নতি হইবে কিরূপে? আপনাদের কোন্ শাস্ত্রে আছে যে, মুসলমানের স্পর্শ দ্রব্য খাইতে নাই, অনেকে বলেন যে, যে সকল কুকুর পচা মড়া, বিষ্ঠা ইত্যাদি খায়, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া আমরা কোন দ্রব্য খাই না, যে সকল কুকুরকে স্পর্শ করিয়া আমরা খাই, তাহারা গৃহপালিত তাহাদিগকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়, অন্য কোন স্থানে যাইতে দেওয়া হয় না, তাহারা বিষ্ঠা কিম্বা পচামড়া কোথায় পাইবে? আচ্ছা, যদি কোন মুসলমান গোমাংসাদি না খায়, তবে কোন্ হিন্দু তাহাদিগের সহিত খাইতে পারে কি না? ইহা কোন হিন্দুই স্বীকার করিবেন না। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, হিন্দু ও মুসলমান

দিগকে কোন গুপ্ত কারণে ঘৃণা করিয়া থাকেন। আর গো-কোরবাণীর সময় হিন্দুগণ অনর্থক আপত্তি করে, কেন যে আপত্তি করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, গো-কোরবাণী ও গোমাংস ভক্ষণ হিন্দুদিগের শাস্ত্রে আছে কি না, তাহা পরে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

যখন তাঁহারা এ সম্বন্ধে নানা প্রকার অলীক যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণ প্রয়োগে বিশেষ কোন ফল লাভ করিতে পারেন না, তখন মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির মানসে শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিতেও কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না। ভগবান্ করেন, সে সকল ক্রমান্বয়ে দেখাইবার চেষ্টা পাইব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,— বাস্তবিকই কি গোবধে তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিয়া থাকে? তাই মুসলমানের ধর্ম্মকার্য্য গো-কোরবাণী বন্ধ করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রতি নানা প্রকার ছল, বল, কৌশল, অত্যাচার, উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দাও? ইহাত কখনই বিশ্বাস করা যায় না, যে হেতু বৎসরের ৩৬৫ দিন সহস্র সহস্র গো হত্যা করিয়া তাহার মাংস প্রকাশ্য হাটে বাজারে, রাস্তায় বিক্রীত হইতেছে, প্রতিনিয়ত তাহা তোমরা দর্শন করিতেছ। অথচ সে জন্য শোক প্রকাশ ত দূরের কথা, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পর্য্যন্তও তোমাদের কাহাকেও ত্যাগ করিতে দেখা যায় না, এবং কলিকাতায় এমন অনেক হিন্দু আছেন, যাঁহারা উক্ত মাংস সাদরে ক্রয় করেন, কেবল বৎসরে এক দিন কোরবাণী উপলক্ষে হঠাৎ তোমাদের অনেকেরই ধর্ম্মশোক প্রবল বেগে উথলিয়া উঠে এবং কোথায় কোন্ মুসলমান কোন্ নিভৃত

স্থানে একটী গরু কোরবাণী করিলেন, তাহার অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হও, তোমাদিগের মাতৃহত্যার শোকানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তোমাদিগের হৃদয়কে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, আর অমনি নিরীহ মুসলমানের সর্ব্বনাশটী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, গো-হত্যায় তোমাদিগের কোন কষ্টই হয় না এবং গো-হত্যা নিবারণও তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, কেবল কোন গুপ্ত কারণে ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া মুসলমানদিগকে নির্য্যাতিত করা তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

হিন্দুর আব্দার।

হিন্দুরা বলেন, গরু আমাদিগের মাতা, গরু আমাদিগের দেবতা, গরুর দুগ্ধ পান করিয়া আমরা জীবন ধারণ করি, গরুর দুগ্ধে নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, গরু কৃষিকার্য্যের পরম সহায়, এ হেন পশুকে কি হত্যা করা উচিত? ইহাকে হত্যা করিলে পাপ স্পর্শে, আমাদিগের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে, গোবধ তোমাদের শাস্ত্রে নাই, আমাদিগের শাস্ত্রেও নাই, গরুর বংশ ধ্বংস হইতে চলিল, গোবধ হেতু দুগ্ধ ঘৃত দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে, এ হিন্দুর দেশ, অতএব এ দেশে তোমরা গো-হত্যা করিতে পারিবে না ইত্যাদি—

মুসলমানের আপত্তি।

কোরবাণী মুসলমান ধর্ম্মের আদেশ, মহাপুণ্য কার্য্য, গো-কোরবাণী আমাদের শাস্ত্রসঙ্গত, এবং আমাদের মহান্ পুরুষের অনুষ্ঠান, বিশ্বাধিপতি তাঁহার সৃষ্ট জীব সমূহের মধ্যে যে সকল

পশু বৈধ বা হালাল করিয়াছেন, গরু তাহার একতম। তাই আমরা গো কোরবাণী করিয়া ভগবানের আদেশ পালন করিয়া থাকি।

হিন্দুর আব্দার কয়টীর উত্তর।

গরু হিন্দুদিগের দেবতা। গরু বাস্তবিক কি হিন্দুদিগের দেবতা? আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতিও ত তোমাদিগের ঈশ্বরের অবতার, তোমাদিগের পরম দেবতা সেই মৎস্য কূর্ম্ম ত তোমাদিগের অতি প্রিয়, ও নিত্য খাদ্য। বরাহ ক্ষত্রিয়-দিগের প্রিয় শীকার, তবে এই সকল মহতী দেবতাকে তোমরা কি বলিয়া প্রত্যহ ধ্বংস করিতেছ? এই সকল ঈশ্বরের অবতারকে নির্ম্মূল করিলে কি তোমাদের পাপ স্পর্শে না? যদি বল, ইহাদের মধ্যে যাহারা আমাদিগের দেবতা, তাহাদিগকে আমরা খাই না, তাহা হইলে কামধেনু, সুরভী, নন্দিনী প্রভৃতি যে সকল গো-মাতা তোমাদের দেবতা, সে গুলিকে ত কোন মুসলমান হত্যা করে না, বা কোরবাণী করে না, তবে এত গোলযোগ কেন? আর গরু যদি প্রকৃত পক্ষে তোমাদের দেবতা বা মাতাই হইবে, তাহা হইলে তোমরা গরুর চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাদুকা পায়ে দিয়া নিজেকে কখনই ধন্য মনে করিতে না, বোধ হয়, পৃথিবীতে কি সভ্য, কি অসভ্য, এমন কোন লোক নাই, যাহারা উপাস্য দেবতা বা মাতার গাত্র-চর্ম্মে পাদুকা প্রস্তুত করিয়া পদযুগল শোভিত করেন।

অতএব হিন্দু আচারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কথা ও কার্য্যের বিচার করিতে গেলে, অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে যে,

গরু হিন্দুদিগের দেবতা বা মাতা কিছুই নহে। হিন্দুদিগের গো-জাতির উপর অস্বাভাবিক প্রীতিদর্শন এবং গো-কোরবাণী লইয়া এই অলীক চীৎকার কেবল মৌখিক মাত্র। ইহাতে তাঁহাদের আন্তরিক কোন কষ্টই হয় না, এইরূপ আন্দোলন কেবল কোন দুষ্ট পলিসি ও ভান মাত্র।

গরুর দুগ্ধ পান করি, গরু কৃষিকার্য্যের পরম সহায় বলিয়া যদি গোবধে তোমাদের আপত্তি হয়, তবে মহিষের দুগ্ধে ও ঘৃতেও সমস্ত দেশ রক্ষা করিতেছে, যাহা দ্বারা কৃষিকার্য্য, শকট বাহন প্রভৃতি বহু উপকার সাধিত হইতেছে, যে কালীকে তোমরা সৃষ্টিকর্ত্রী মনে কর, তাঁহার সমক্ষে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব সেই পরমোপকারী মহিষকেই বা কি বলিয়া বলিদান কর? ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব গরুকে আমরা তাঁহারই উদ্দেশ্যে কোরবাণী করিয়া থাকি। তাহাতে তোমরা আপত্তি কর কেন? আর তোমরা কি কখনও দেখিয়াছ, কোন মুসলমান কোন দুগ্ধবতী গাভীকে অথবা তাহার হালের বৃষকে কখনও কোরবাণী করিয়াছে। দুগ্ধ ও ঘৃতের মূল্য যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা যদি গো-বধের জন্য হয়, তবে সামান্য একটী ক্ষুর, কাঁচ, চাউল, ডাউল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জিনিষের দামই যে অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার কারণ কি? অতএব উক্তরূপ ধারণা তোমাদের কল্পনা ও ভ্রম মাত্র।

গোবংশ ধ্বংস হইতে চলিল, ইহার জন্য প্রধানতঃ হিন্দুরাই দায়ী। কারণ ভারতের পৌনে ষোল আনা জমিদারই হিন্দু। পূর্ব্বে হিন্দুগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া গো-সেবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে

বিস্তর গোচারণ ভূমি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল গোচারণ ভূমি হইতে ভাগাড় পর্য্যন্ত স্বার্থপর হিন্দু জমিদারগণ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া প্রজার নিকট বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। লোকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, চারণ-ভূমির অভাবে গরু পুষিতে পারে না। পূর্ব্বে যে গৃহস্থের বাটীতে ৫০টী গরু অনায়াসে প্রতিপালিত হইত, এক্ষণে তাহার গোয়ালে বড় জোড় ১০।১২টী গরু অতিকষ্টে প্রতিপালিত হইতেছে। কারণ খাওয়াইবে কি? গোয়ালে বাঁধিয়া বিচালী খাওয়াইলে আর কত দিন চলিবে? সে বিচালীও দুর্ম্মূল্য। তাই অনেক কৃষককে দেখা যায়, খোরাক অভাবে কেবল মাত্র হালের গরু কয়টী রাখিয়া অবশিষ্ট গরু গুলি গোয়ালে পুরিয়া না মারিয়া কসায়ের হাতে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের শাস্ত্রে দেবীপুরাণের সপ্তাধিক শততমোহধ্যায়ে আছে;— ধেনু (গাভী) দুর্গার মূর্ত্তিবিশেষ। অতএব এ হেন গোদেবতার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ায় ভগবতী সদৃশ গোকুল খাইতে না পাইয়া কঙ্কালসার হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। আরও সৌর পুরাণের দশম অধ্যায়ে আছে;—গোগ্রাস প্রদান দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাই পূর্ব্বের হিন্দুগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া ঐ সকল গোচারণ ভূমি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আর আজ তোমরা নীচ স্বার্থের লোভে তাহাই কাড়িয়া লইয়া নিজের উদর পূরণ ও গোকুলের বিনাশ সাধন করিতে বসিয়াছ। আর এ দেশের হিন্দুগণ বাঁজা, অন্ধ, খোঁড়া, বৃদ্ধ অকেজো গরু

সকল মুসলমানদিগকে বিক্রয় করেন, তাঁহারা কি বুঝে না যে আমাদের নিকট গরুগুলি অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে, মুসলমানেরা লইয়া গিয়া কি করিবে। উঁহারা তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। দেশের লোক-সংখ্যা হিসাবে তোমরাই বেশী, তোমরা ত বাবু সাজিয়াছ। আজকাল গরুপোষা একবারে ছাড়িয়া দিয়া কুকুর পোষা ধরিয়াছ। তোমাদের বৈঠকখানায় পালঙ্কের উপর বিলাতী কুকুর (তাও দেশী নহে) পরম যত্নে লালিত পালিত হইতেছে। কিন্তু গরু তোমার বাটীর ত্রিসীমায়ও যাইতে পারে না, পাছে তোমার সখের বাগানের গাছ পালা খাইয়া ফেলে বা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া নোঙ্গরা করে। শুধু মুসলমান একা আর কত গরু পুষিবে? হিন্দু মুচি সুযোগ পাইলেই পালের ভাল গরুটী বিষ প্রয়োগে নষ্ট করে। এ ছাড়া হিন্দু জমিদারগণ তাহার কোন প্রজা বা খাতককে দশটী গোধনে ধনী দেখিলে, ছলে বলে কৌশলে তাহার সর্ব্বনাশটী করিবে। হিন্দু গোয়ালাগণ মাতৃবুক হইতে তাহার স্নেহের বাছুর গুলিকে কাড়িয়া লইয়া কসাইয়ের হাতে বিক্রয় করিয়া থাকে। ভাই হিন্দু! এখন সত্য করিয়া বল দেখি? দোহাই তোমার ধর্ম্মের, দোহাই তোমার আত্মসম্মানের, গোবংশ ধ্বংস কাহাদের জন্য হইতেছে? এ দেশের শতকরা ৮০ জন কৃষক মুসলমান, গরু এখন যাহা দেশে আছে, তাহা তাহাদেরই কৃপায়, মুসলমানগণই গরু পুষে এবং তাহা হইতে অকেজো বৃদ্ধ খঞ্জ দুই দশটী জবেহ করিয়া খায়। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধের সময় বা বিবাহের সময় বড় জোর ২৫।২০ টাকা

মূল্যের দুই পাঁচটী খায়। তোমরা জন্মাইবে না, অথচ ধ্বংস করিবে, এ তোমাদের কিরূপ বিচার? সদ্ব্যবহারে কোন জিনিষেরই ক্ষয় হয় না, যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন উপচয় হইতে থাকে। তাই তোমাদিগকে প্রাণের সহিত অনুরোধ করিতেছি যে, তোমাদিগের যে শক্তি ও চেষ্টা মুসলমানের গো-কোরবাণীবন্ধের নিমিত্ত প্রয়োগ কর, তাহা না করিয়া সেই চেষ্টা ও শক্তি ভাল গরু জন্মাইবার জন্য নিয়োগ কর, ভাল গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা করিয়া দাও। তোমরা প্রত্যেক হিন্দু অন্ততঃ দুই চারিটী গাভী পালন করিতে থাক, দেখিবে অচিরে গোবংশের কিরূপ উন্নতি হয়।

এ হিন্দুর দেশ। ভাই হিন্দু! একি হিন্দুর দেশ? এ দেশে পূর্ব্বে অসভ্য লোকেরা বাস করিত। দয়াময় ভগবান উপযুক্ত মনে করিয়া তোমাদিগকে প্রদান করেন। তোমরা সেই অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এ দেশ অধিকার করিলে, পরে তোমরা দেশশাসনে অনুপযুক্ত হইলে, বিশ্বাধিপতি ভগবান্ তোমাদিগের অপেক্ষা আমাদিগকে অধিকতর উপযুক্ত মনে করিয়া আমাদিগকে সম্প্রদান করেন, আমরাও বাহুবলে তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়া এ দেশ অধিকার করিলাম; কিন্তু আমরা তোমাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করি নাই। সে দয়া এখন তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ। তৎপরে আমরা অনুপযুক্ত হইলে, ভগবান সুদূর সাগর পার হইতে বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে আনিয়া এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিকে তাহাদের করে

অর্পণ করিয়াছেন। এ দেশ এখন আমাদিগের অধিকার হইতে তোমাদিগের বিন্দুমাত্র বেশী অধিকার নহে। কোন্ লজ্জায় আবার এতকাল পরে তাহা নিজেদের দেশ বলিয়া আব্দার করিতেছ? ধন্য লজ্জাহীনতা! ধন্য অজ্ঞানতা!! গোবধ তোমাদিগের শাস্ত্রে নাই। গোবধ আমাদের শাস্ত্রে নাই, এ অদ্ভুত কথাটি তোমরা কোথা হইতে পাইলে? আমাদের কোরাণের অষ্টম পারায় পঞ্চম রুকুতে আছে "কুলুমেম্মা রাজাকা কুমল্লাহ *** আমেনাল্ এবেলেছ নায়নে অমেনাল্ বাকারেছ্ নায়নে" অর্থাৎ ভগবানের প্রদত্ত বৈধপশু ভক্ষণ কর, তন্মধ্যে উষ্ট্র পুং, স্ত্রী, গরু পুং, স্ত্রী ইত্যাদি। আরও অনেক স্থলে ঐরূপ উল্লেখ আছে, ভগবান প্রথমে গরু, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুকে ভক্ষণ করিতে বলেন, অতএব গো-কোরবাণী যে শাস্ত্রের আদেশ, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইজন্য আমাদের দেশেই গো-কোরবাণী প্রশস্ত বলিয়া ইদল্ আজ্‌হা পর্ব্ব বাকারইদ্ (বাকার) গরু (ঈদ) উৎসর্গ অর্থাৎ গো-উৎসর্গ নামে অভিহিত।

হিন্দুশাস্ত্রে গোহত্যার বিধি।

এখন দেখা যাউক হিন্দু শাস্ত্রে গোহত্যার ও গোমাংস ভক্ষণের বিধান আছে কি না?

মনুসংহিতা মাংসাদি বিশেষেণ পিতৃনাং তৃপ্তিকালাঃ বর্গে।

দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন্ মাসান্ হারিণেন তু।
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ॥

ষণ্মাসাংশ্ছাগমাংসেন পার্ষতেন চ সপ্ত বৈ।
অষ্টাবেণস্য মাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু॥

দশ মাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।
শশকূর্ম্ময়োস্তু মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু॥ ২৭০

সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।

ব্রাদ্ধীনসস্ত মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকা॥ ২৭১

(মনু তৃতীয় অধ্যায়)

অর্থাৎ বরাহ মহিষ মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে ১০ মাস, শশক কচ্ছপ মাংস দ্বারা এগার মাস, দুগ্ধ, পায়স ও গোমাংস দ্বারা দ্বাদশ বৎসর পিতৃগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। তবেই দেখুন, গো-মাংসের কত গুণ, সেই জন্য বেদে কপিল ঋষি—"তৈষ্টা উর্দ্ধ অষ্টমাৎগৌ" এই সূত্রে গো-মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেছেন। আরও শুনুন।

উক্ষ্ণোহিমে পঞ্চদশশকং পচন্তি বিংশতিম্।

উতাহমদ্মি পীব ইদুভাকুক্ষী পৃণান্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তঃ॥ ১৪

ঋগ্‌বেদ, ১০ম মণ্ডল ৮৬ সূক্ত।

অর্থাৎ ইন্দ্র বলিতেছেন, আমার জন্য পঞ্চদশ, এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়, আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দুই পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ (রমেশ দত্তের অনুবাদিতা ঋক্‌বেদ-সংহিতা) আমরা সচরাচর কোন অতিথি বাড়ী আসিলে, যেমন মুরগী জবেহ করিয়া থাকি, পূর্ব্বে হিন্দুরাও সেইরূপ অতিথি বাড়ী আসিলে, তাহার আহারের নিমিত্ত গো-হত্যা করিতেন এবং ইহা এত বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল যে, অতিথিকে গোঘ্ন নাম প্রদান করা হইয়াছে।

দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে ৩। ৪।৭৩ পানিনি।

গাং হন্তি অস্মৈ গোঘ্নোহতিথিঃ

ইতি ভট্টোজি দীক্ষিত।

দাশ ও গোঘ্ন এই দুই শব্দ সম্প্রদানার্থে প্রযুক্ত হয়, লোকে গোহনন করে ইহার জন্য ইতি গোঘ্ন অর্থাৎ অতিথি। ১ মণ্ডল ৬১ সূক্ত ১২ ঋক, মূলে "গোঃ ন পর্ব্ব বিরদা" আছে। ইহার টীকায় রমানাথ সরস্বতী এইরূপ লিখিয়াছেন,— যথা, তৎকালে গোমাংস অভক্ষ্য ছিল না। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে ঋক, যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ প্রকরণে আর্য্যগণের বিবিধ মাংস ব্যবহারের কথা আছে। গোমেধ, অশ্বমেধ, অজমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, তখন বাড়ীতে অতিথি আগমন করিলে "মহোক্ষং বা মহাজং" অর্থাৎ বৃষ বা অজ বধ করিয়া অতিথি সৎকার করা হইত। এই কারণে অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে। উত্তর চরিতের ৪র্থ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা জনক বৎসতরী ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাতে যদি সংশয় থাকে, তবে একটী উদাহরণ শুনুন। উত্তর রামচরিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের উপস্থিতি মাত্রেই তাঁহার ভক্ষণ জন্য গাভী বধ হইলে, দুই জনে কথোপকথনে কি বলেন শুনুন,—

সৌধাতকী। হুং বশিষ্ঠে? অর্থাৎ আঃ বশিষ্ঠঃ। ভাণ্ডায়ন। অথকিম্ অর্থাৎ হাঁ। সৌধাতকী। মাত্র নৈ জানিদং বগ্ঘো বাবিও এসোত্তি, অর্থাৎ তাই হউক বাবা আমি মনে করিয়াছিলাম বুঝি একটা বাঘ বা বৃক এসেছে।

ভাঃ। আঃ কিং মুক্তং ভবতি? আঃ কি পাগলের ন্যায় বক্ছিস?

সৌ। তেন পরাবড়িদেন জ্জেব সা। বরাইয়া কল্যাণী আ মড়

মড়াইদা অর্থাৎ কেন ভাই দেখ্‌লে না, ঐ বেটা আসিবামাত্রই এ বেচারা গাভীটির ঘাড মটকান হইল।

ভাঃ। সমাংস মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানা শ্রোত্রিয়া অভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষম্বা মহাজম্বা নির্ব্বপন্তি গৃহমেধিনঃ তং হি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমামনন্তি। অর্থাৎ সমাংস মধুপর্ক করিবে, গৃহস্থেরা এই বেদবাক্যটী বহুজ্ঞান করিয়া শ্রোত্রিয় ও অতিথিকে বাছুর, মহাবৃষ কিম্বা মহামেষ বধ করিয়া প্রদান করে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরাও এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। আরও যদি আবশ্যক থাকে, তবে মহাভারতে দেখুন, মদ্ররাজ দশহাজার গো-বধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মধ্যন্দিনী শাখায় নর, অশ্ব, অজ, মেষ, গো এই পঞ্চজন্তুর মুণ্ডের দ্বারা যজ্ঞ করিবার বিধি আছে, গো-বলি ও গো-মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা বেদ শাস্ত্রে অন্যূন সহস্রবার দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর এই গো-মাংসের গুণ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে কি বলে শ্রবণ করুন :—

তৈলব্যপাদিশস্তাতু অক্রপিষ্যাকসাধিতা।
গব্যমাংসরসৈঃ শ্বাম্যা বিষমজ্বরনাশিনী।

(চরক, সূত্রস্থান, ২৮ অধ্যায়)

ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল যে, হিন্দুদিগের পক্ষেও গো-হত্যা বৈধ ও পুণ্যজনক অনুষ্ঠান এবং গো-মাংস যে মহোপকারী, হিন্দুশাস্ত্রে তাহার জাজ্জল্য প্রমাণ রহিয়াছে। এখনও গো-শূকর চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃত প্রত্যেক হিন্দু প্রত্যহ ব্যবহার করিতেছেন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, "পূর্ব্বে যদিও গো-হত্যা পুণ্যজনক ও শুভানুষ্ঠান বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এবং পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিগণ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা হত্যান্তে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতেন। এই প্রবাদ বাক্যটী সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন, যে হেতু কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে বা ইতিহাসে এরূপ কথা কেহই দেখাইয়া দিতে পারিবে না। এই কথাটী কেবল সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মৌখিক মাত্র, বরং তোমাদের ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা সকল অসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন, তাঁহারা পূর্ব্বে মুখ দিয়া যাহা বাহির করিতেন, তাহাই হইত, এমন কি, ইচ্ছা করিয়া মুখ দিয়া অগ্নি বাহির করিতে পারিতেন। আজ কাল ব্রাহ্মণেরা সমস্ত দিন মাথা কুড়িলেও তাহাদিগের মুখ দিয়া অগ্নি বহির্গত হয় না। কেবল মাত্র শীতকালে গাল দিয়া ধুঁয়া বাহির করিতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের ক্ষমতা। গো-হত্যা করিয়া এখন বাঁচাইতে পারা যায় না বলিয়া যদি কখন গো-বলি না কর, তবে ব্রাহ্মণদিগের বিষয় একবার ভাব দেখি, পূর্ব্বে তাঁহারা কিরূপ ছিলেন, আর এখন বা কিরূপ আছেন, তবে তোমরা অনর্থক সেই অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দেবতার আরাধনা করাও কেন? আর তোমরা যে মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুতুল পূজা কর, তাহা কি জন্য? আমরা স্বীকার করিতেছি, ভগবানের প্রতি ভক্তি আনিবার জন্য প্রথমে পুতুল পূজা করা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া কি চির কালের জন্য পূজা করা উচিত? যেমন কোন বালককে প্রথমে লেখাপড়া শিখাইতে হইলে প্রথমে তাহাকে তাল পাতায় বা মাটীতে 'ক' 'খ' ইত্যাদি আঁকিয়া দিতে

হয়, কিন্তু সে যখন "ক খ" ইত্যাদি ভাল রকম চিনিতে পারে, তখন তাহাকে তাল পাতায় বা মাটীতে দাগা বুলাইতে হইবে কেন? উক্ত ক-খ শিখিতে বালকের বড় জোর ২। ৩ মাস যায়, কিন্তু তোমরা চির কাল কখ শিখিতে পারিলে না (ভগবানে ভক্তি আনিতে পারিলে না) যদি ভক্তি থাকে, তবে আর প্রতিমূর্ত্তি কেন? তোমরা প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তাহার পূজাদিতে যে টাকা খরচ কর অর্থাৎ যাত্রা ইত্যাদিতে, তাহা যদি দীনদরিদ্রদিগকে দান কর, তাহা হইলে অধিক পুণ্যবান্ হইতে পার, কিন্তু এ ভ্রম আজ পর্য্যন্ত দূর হয় নাই। দূর হইবে বা কিরূপে? তোমরা সেই অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণের আদেশ মত কার্য্য করিবে? ভাই হিন্দু! ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি, আজ কাল ব্রাহ্মণগণ কি?

সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ এখন দেখিলেন, হিন্দুর আব্দার গুলি কত দূর ন্যায়সঙ্গত ও সত্য, এখন দেখা যাউক, হিন্দুরা যদি জেদ ও আব্দার রাখিবার জন্য বলে যে, আমরা আর প্রতিমা পূজা করিয়া মুসলমানের অন্তরে আঘাত দিব না, মুসলমানেরা আর গো হত্যা ও গো-কোরবাণী করিতে পারিবে না। দরিদ্র মুসলমানের গরুর পরিবর্ত্তে অন্য পশু দ্বারা কোরবাণী করিতে যে আর্থিক ক্ষতি হইবে, তাহাও আমরা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। এমতাবস্থায় গোহত্যা নিবারণ সম্ভবপর কিনা? গোহত্যা কখনই বন্ধ হইতে পারে না। এ দেশের শত সহস্র শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের দৈনিক খাদ্য গোমাংস। গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের জন্য ডাউল রুটীর ব্যবস্থা করেন, তথাপি মুসলমানেরা কখনই গোমাংস পরি-

ত্যাগ করিতে পারিবে না। কারণ হিন্দুগণ যে কোন কারণে হউক দীর্ঘ দিন গোমাংস পরিত্যাগ করায়, তৎপ্রতি তাঁহাদের যে প্রকার ঘৃণা জন্মিয়াছে, মুসলমানেরাও গোমাংস পরিত্যাগ করিলে, কিছু-দিন পরে তাঁহাদেরও গোমাংসের প্রতি ঐ প্রকার ঘৃণা জন্মিবে। ভগবান মুসলমানের জন্য যে সকল পশু বৈধ বা হালাল করিয়াছেন, যদি কোন মুসলমান তাহার কোন একটীকে ঘৃণা করেন, বা অবৈধ মনে করেন, তাহা হইলে তিনি কাফের হইবেন, এই কারণে মুসলমান কখনই গোমাংস পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়তঃ—একটী মুরগী হইতে গরু পর্য্যন্ত যে কোন হালাল জন্তুর মৃত্যুর উপক্রম হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভগবানের উদ্দেশ্যে জবেহ করিতে হইবে। জবেহ করিবার পূর্ব্বে যদি কোন মুসল-মানের কোন জন্তুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি মহাপাপী হইবেন, অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বে মুসলমানের প্রত্যেক গরুটীকে জবেহ করিতে হইবে। এই কারণে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গোহত্যা হইতে পারে না। কোরবাণীই না হয় মুসলমানের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে, বাড়ীর ভিতরে, অথবা মসজেদে সম্পন্ন করিলেন, কিন্তু যে গরুগুলির বাড়ীর প্রাঙ্গনে অথবা মাঠের মধ্যে মৃত্যুর উপক্রম হইবে, সেই আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিত গরুগুলিকে কি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘাড়ে করিয়া লইয়া গিয়া জবেহ করা সম্ভবপর হইবে? কখনই নহে। সুতরাং বাধ্য হইয়া সেই স্থানেই সেই গুলিকে জবেহ করিতে হইবে। কাজেই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গোহত্যা হইতে পারে না।

আশা করি, আমাদিগের ন্যায়পরায়ণ গবর্ণমেণ্ট, উদারহৃদয়

মহারাণীর মহিয়সী-ঘোষণা-পত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রজাপুঞ্জের অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণে কখনই কুন্ঠীত হইবেন না। এবং যাহাতে অবাধে গো-জবেহ এবং গো-কোরবাণী সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

উপসংহারে উদারমতি মিলনপ্রয়াসী হিন্দু মহোদয়গণকেও বলি, ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষিত হয় এবং হিন্দুগণ অকারণ মুসলমানদিগকে ঘৃণা না করেন, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিন। আপনারাই আপনাদের সমাজের নীচমনা, অদুর-দর্শী ও বিদ্বেষপরায়ণ লোকদিগকে বুঝাইয়া দিন, তাহারা কেন অন্যায়রূপে মুসলমানকে ঘৃণা করে এবং মুসলমানের ধর্ম্মকার্য্যে বাধা প্রদান করে, তাহাদিগকে বলিয়া দিন, এখন আর মৃতসিংহ মুসলমানকে খড়্গাঘাত করিয়া কি সুখ অনুভব করিতেছ?

ইহাতে তোমাদিগের কি লাভ হইতেছে? এখন আমরা উভয়ে এক পুকুরের মাছ, একের মরণে অন্যের মরণ, জালে পড়িলে উভয়ের এক দশা, তাই বলি যদি দেশের উন্নতি ও সুখশান্তির কামনা থাকে, তবে "অহিংসা পরমধর্ম্ম" এই কথাটীর অর্থ বুঝিয়া চল, দেখিবে মুসলমান অচিরে তোমার অনুগত কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় শরণাপন্ন হইবে। তোমারাই আজকাল বড়। বড় গাছে বেশী ঝড় লাগে। তোমাদিগের ব্যবহারে, বড় দুঃখে, বড় ব্যথিত অন্তরে এই কথা কয়টী বলিলাম। দুঃখিত হইও না। ক্ষমা করিও।

কতিপয় সঙ্গীত।

(১)

হাত গড়ান বস্তু কেন দেবতা হবে ভাই?
তারে নেড়ে চেড়ে, রাখ পেড়ে,
নড়ে যাবার শক্তি নাই।
দেখ, মানুষের নির্ম্মাণ,
সকল বস্তুই এক সমান
ঘড়া সানাই, জুতা পানাই, দেখ তার প্রমাণ;
তারা কঁয়ে বলে পায়ে চলে
সর্ব্বস্থানে দেখতে পাই।
গড়ে, দুটা একটা তার, মানুষের আকার,
জীবন বায়ু, দেবে কেহ, হেন সাধ্য কার,
মূর্খ জনে তাহাই জানে,
সেটার মুখে কথা নাই।
ঈশ্বর ভবের বস্তু নন,
তিনি আত্মা স্বরূপ হন,
আত্মযোগে সত্যরূপে পূজায় প্রীত হন।
ও ভাই পুজিবারে সে আত্মারে,
তোমাদের ক্ষমতা নাই।

(২)

কি আছে সম্বল বল?
তোমার নিকাশ দিবার সময় হল।

ভবে এসে রঙ্গ রসে বিফলেতে জনম গেল।
কবে করবে ভজন ধর্ম্ম যাজন,
দিনে দিনে দিন ফুরাল।
কদাচ থাকবে না চাপা,
করেছ কাজ যে সকল,
তোমার নিজ মুখে, তার সম্মুখে,
ব্যক্ত হবে মন্দ ভাল।
পুণ্য ধর্ম্ম কি হিত কর্ম্ম
তোমা হ'তে কিবা হ'ল ?
যাতে হবে মন্দ তাই পছন্দ
করেছ আজন্ম কাল।

(৩)

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি, ভাবছ বসি,
কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মায়ের হেমের ঘড়া।
তাই কাচমূলে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন,
কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ ও দেশ করে বেড়াও,

বিধির লিপি কপাল জোড়া ॥
কাল করেছে হৃদয়ে বাস,
বাড়ছে যেন সাপের কোঁড়া ॥

(৪)

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে করলে পূজা,
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে ক'রবে পূজা,
জানবে নারে জগজ্জনে ॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি,
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি,
বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥
আলো চাল আর পাকা কলা
কাজ কিরে তোর আয়োজনে ॥

(৫)

কাজ কি ও সব গোলমালে,
এলে ডলব চিঠি প্রাণ পাখিটী
উড়ে যাবে এক কালে।
জন্মাবধি পাখী আমার,
কত খেলাই খেলালে,

থাকবে সে সব খেলা, শিকায় তোলা
সাধের পাখীটী পালালে।
আমায় ফাঁকী দিয়ে পাখী
বসবে গিয়ে কোন ডালে,
তার নাই ঠিকানা, সেই ভাবনা
ভাবছি নিশি পোহালে।
পিতা মাতা খুড়া জেঠা
বিষম নেটা বাধালে,
আগে হেসে খুসে, আমায় পুষে
অবশেষে কাঁদালে।
পাড়া পড়সী বঁড়সী হয়ে,
বিরোধ স্রোতে ভাসালে
হলো এ নৈরাশ্য কি দুর্দ্দশা,
কেবল শত্রু হাসালে।

(৬)

বাঁচিতে কেউ এসোনা ভাই এটা যেন থাকে মনে।
আপন আপন করো যেটী স্থান দিওনা মনের কোণে।
তেড়ি চুল সব পড়ে রবে, সোনার অঙ্গ মাটী হবে,
হাড় কুচি সব পড়ে রবে ভক্ষণ করবে শৃগালগণে।
জাল ফেলে জাল বেড়াও ভবে;
এর ফল একদিন নিতে হবে,
চিৎ করে চিতাতে ফেলে খুটি মেরে ফেলবে ধুনে।

গ্রন্থাকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

পাঠক সমীপে করি এই নিবেদন।
সংক্ষেপে জীবনী মম করহে শ্রবণ॥
নক্ষত্র-নিকর মধ্যে যথা সুধাকর।
কাকোদরচয় মাঝে যথা ফণীশ্বর॥
ভূরুহ নিকর মধ্যে যথা বটচয়।
ভূধর অবনী মাঝে যথা হিমালয়॥
তেমতি সমস্ত এই ধরার মাঝার।
দেখ দিব্য সেই দেশ বঙ্গ নাম যার॥
স্বর্গ স্বর্গ করি লোকে ব্যতিব্যস্ত হয়।
বঙ্গেতে করিলে বাস সে ক্ষোভ না রয়॥
পরমেশ পাত করি করুণা অপার।
সফল প্রকারে করে সুসার আশার॥
বঙ্গের নিবাসীগণ বিভোর আনন্দে।
মনঃকষ্ট হেতু কেহ নাহি নিরানন্দে॥
ছয় ঋতু বিদ্যমান আছে বঙ্গে যার।
অন্য দেশ সমতুল হয় কি তাহার॥
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বঙ্গবাসীগণ।
প্রণয়ে হরণ করে বিদেশীর মন॥
বঙ্গের সদৃশ বল আছে কোন দেশ।
যে বঙ্গে বিরাজ নাহি করে হিংসা দ্বেষ॥
মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান।

নিবাসিছে বন্ধুভাবে হ'য়ে একপ্রাণ ॥
ধর্ম্মেতে ব্যাঘাত নাহি কার কভু হয়।
ধরায় আছে কি হেন দেশ সুখময় ॥
যত জেলা বঙ্গদেশে আছে বিদ্যমান।
চব্বিশ পর্গনা তার মধ্যে সুখস্থান ॥
কলিকাতা রাজধানী মাঝে যে জেলার।
উইলিয়ম দুর্গ শোভে দেখ কি বাহার ॥
কলিকালে কলিকাতা ত্রিদিব ভবন।
কি বর্ণিব আমি তার সৌন্দর্য্য কেমন ॥
যদি কেহ চাহে সুখে কাটাতে জীবন।
কলিকাতা নগরীতে যাউক সে জন ॥
এ হেন জেলার আছে দক্ষিণ অঞ্চলে।
ডায়মণ্ডহার্ব্বার আছে নামে চৌকি বলে ॥
হুগলী নদীর তীরে সে চৌকি স্থাপিত।
চিংড়ীখাল ব্যাটারিতে আছে সুরক্ষিত ॥
ঐ চৌকি সীমা মাঝে দেখ ফলতা থানা।
পেচাকুলী নামে যাহে আছয়ে পর্গণা ॥
পেচাকুলী স্থানে বাস এ মূঢ় জনার।
বৈকুণ্ঠপুর নামে পল্লী জন্মভূমি যার ॥
তারকা তথায় যেন সমপূর্ণ শশী।
তিমির না হয় বোধ আইলে তামসী ॥
মলয়-অচল-বাত বহি অনুক্ষণ।

শোক তাপ তথাকার করিছে হরণ ॥
এমন সুরম্য গ্রামে পূর্ব্ব ব্যক্তি মম।
নামে শেখ সাবুর পুরুষ উত্তম ॥
মম পিতা কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন তাঁহার।
সেখ সামসুদ্দিন নাম হয় যাঁর ॥
মোরা সাত পুত্র তাঁর এ ভব ভবনে।
প্রাণেশ কৃপায় আছি জীবিত এক্ষণে ॥
শেখ গোলাম রব্বানী নামে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
অরিন্দম মহামতি ধর্ম্মশীল দাতা ॥
দ্বিতীয় শেখ গোলামবারি নাম।
বলিয়া না শেষ হয় যাঁর গুণগ্রাম ॥
জবেদালী নামেতে তৃতীয় ভ্রাতা মম।
সরল স্বভাবাপন্ন গুণে অনুপম ॥
চতুর্থ ভ্রাতা মম সাবেদালী নামে।
সুখেতে আছেন তিনি এই ধরাধামে ॥
ভ্রাতাগণ মধ্যে এই পঞ্চম অধীন।
গুণের না আছে লেশ সর্ব্বগুণহীন ॥
পিতার প্রযত্নে মম প্রিয় ভ্রাতাগণ।
জ্ঞানধন কিছু কিছু করিল অর্জ্জন ॥
প্রাণেশ প্রকাশি পূর্ণ করুণা প্রভাব।
ভরণপোষণে নাহি রেখেছে অভাব ॥
পরন্তু অরাতিকুল হইয়া বেষ্টিত।

নিরন্তর ক্লেশ দিতে রয়েছে চেষ্টিত ॥
কিন্তু পরমেশ করি করুণা বিস্তর।
রাখিয়াছে নিরাপদে নাহি কোন ডর ॥
বহুকাল হতেছিল এই অভিলাষ।
পুস্তক এক লিখিয়া করিব প্রকাশ ॥
কিন্তু কোন রসবোধ না আছে আমার।
শুধু মত্ত হইয়াছি ছলনে আশার ॥
প্রেমালাপ নাটকাদি আদিরস ভিন্ন।
আজকাল সমাজেতে আর সব ঘৃণ্য ॥
কিন্তু উহা চিরকাল যিনি সুধী জন।
কখন না সমাদরে করেন গ্রহণ ॥
বুধজন স্থানে মম এই নিবেদন।
রচনাতে ভ্রম যদি করেন দর্শন ॥
ক্ষমাগুণে সেই ভ্রম করি সংশোধন।
করিবেন জাতিবিচার-সমূহ গ্রহণ ॥
আশীর্ব্বাদ! সুধী তব স্থানে এ প্রার্থনা।
পূর্ণ যেন হয় মম মনের বাসনা ॥

বিজ্ঞাপন।

——(:০:)——

মৎপ্রণীত এই জাতিবিচার পুস্তিকা ডায়মণ্ডহার-বার, হিতৈষা-পুস্তকালয়ে ও জেলা ২৪ পরগণা, পোঃ সাইপুর, বাণেশ্বরপুর মাইনর স্কুলে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীশেখ গিয়াসুদ্দীন আহম্মদ।